দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 0 8 OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫

এখনি এমপিও বাতিল!

ধীরে আরো ধীরে

আবদুল করিম

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, যেসব প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফলাফল খারাপ সেসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হবে।

যেখানে নকল প্রবণতার ক্ষতিকর প্রভাবে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, পড়ার টেবিল থেকে মন সরিয়ে নিয়েছে এবং নকল করাকেই পরীক্ষা পাসের একমাত্র উপায় হিসেবে মনে করেছে, সেখানে হঠাৎ করে নকল প্রতিরোধের পদক্ষেপ নেবার কারণে পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে নকল প্রতিরোধের এ ধারা প্রবাহমান রাখলে শিক্ষার পরিবেশ ধীরে ধীরে ফিরে আসবে, ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা পাসের জন্য পড়ার টেবিলে বসতে বাধ্য হবে এবং তার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠানের ফলাফলও সন্তোষজনক হয়ে আসবে। কিন্তু তখন যদি কোন প্রতিষ্ঠানের ফলাফল খারাপ হয়, তাহলে বুঝতে হবে ঐ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ভাল পরিবেশ নেই বা শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাসে পাঠদান করেন না। তখন সরকারেরও উচিত হবে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

যদিও মন্ত্রী মহোদয়ের কথাটি যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা বাস্তবায়ন করতে গেলে সদ্য নকলমুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বেশী। কারণ, যেখানে নকলের প্লাবনে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ভেসে যাবার পথে, সেখানে পাসের হার দেখার পরিবর্তে নকল প্রতিরোধ করাই মুখ্য ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত বিষয়, পাসের হার দেখা মুখ্য বিষয় নয়। যেখানে নকল প্রবণতার ক্ষতিকর প্রভাবে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, পড়ার টেবিল থেকে মন সরিয়ে নিয়েছে এবং নকল করাকেই পরীক্ষা পাসের একমাত্র উপায় হিসেবে মনে করেছে, সেখানে হঠাৎ করে নকল প্রতিরোধের পদক্ষেপ নেবার কারণে পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে নকল প্রতিরোধের এ ধারা প্রবাহমান রাখলে শিক্ষার পরিবেশ ধীরে ধীরে ফিরে আসবে, ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা পাসের জন্য পড়ার টেবিলে বসতে বাধ্য হবে এবং তার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠানের ফলাফলও সন্তোষজনক হয়ে আসবে। কিন্তু তখন যদি কোন প্রতিষ্ঠানের ফলাফল খারাপ হয়, তাহলে বুঝতে হবে ঐ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ভাল পরিবেশ নেই বা শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাসে পাঠদান করেন না। তখন সরকারেরও উচিত হবে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কাজটা করতে হবে ধীরে আরো ধীরে। কিন্তু তা না করে এখনই যদি সরকার প্রতিষ্ঠানের ফলাফলের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে হিতে বিপরীতই হবে, এতে করে নকলের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো এবং নকলের সাথে জড়িতদেরই বিজয় হবে এবং নকলবিরোধী শিক্ষকদের মনমানসিকতা ভেঙ্গে পড়বে। ফলে চাকরি রক্ষার্থে নীতি-নৈতিকতা উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের ভাল ফলাফলের জন্য নকলবিরোধী শিক্ষকরাও এ অপতৎপরতার সাথে জড়িত হয়ে যেতে পারেন।

তাই সরকারের বরং উচিত

ফলাফল বিচার বিশ্লেষণের পরিবর্তে এ পদক্ষেপ নেয়া এবং ঘোষণা দেয়া যে, 'ফলাফল যাই হোক, নকল প্রতিরোধ চাই।' সাথে সাথে নকলের সুযোগ দিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠানে ফলাফলের হার বাড়ানো হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াও উচিত।

প্রভাষক, দর্শন বিভাগ
জামালগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ
সুনামগঞ্জ।

পরীক্ষায় নকল প্রবণতার শিকড় ধীরে ধীরে এতই শক্তিশালী ও বিস্তৃত হয়েছে যে, হঠাৎ করে এক সাথে তা উপড়ে ফেলা মোটেই সম্ভব নয়। তবে দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে আস্তে আস্তে এ বিরাট ও বিস্তৃত মূলটি কেটে ফেলা এবং নকল নামক বিষবৃক্ষটি উপড়ে ফেলা তেমন কঠিন কাজও নয়। বাস্তব উদাহরণ, ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা। সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ, প্রশাসন ও শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এবারকার বিভিন্ন পরীক্ষা ১০০% নকলমুক্ত না হলেও বহুলাংশে নকলমুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে তা হলফ করেই বলা যায়। সেজন্য সরকারসহ পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই প্রশংসার দাবীদার।

আশা করা যায় যদি আগামী পরীক্ষাগুলোতে সরকার আরো দৃঢ়ভাবে নকল প্রতিরোধের পদক্ষেপ নেয় এবং পরীক্ষায় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহসহ সবধরনের সহযোগিতা করে, তাহলে নকল উৎখাত হবেই এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রবণতা ফিরে আসবেই।

তাছাড়া যেসব এলাকা বা প্রতিষ্ঠানে নকলের সুযোগ দিয়ে পাসের হার বাড়ানো হয়েছে, সেসব কেন্দ্রে পরীক্ষার সাথে জড়িতদের কর্মতৎপরতা, পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও যাচাইয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করাও দরকার, যাতে আগামী পরীক্ষাগুলো নকলমুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু তা না করে যদি নকলমুক্তভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে খারাপ ফলাফলের কারণে হঠাৎ করে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাহলে প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক হবার পরিবর্তে নেতিবাচকও হতে পারে। যেমন ২১-০৯-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের দশ হাজার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল সংক্রান্ত যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নকলবিরোধী শিক্ষকরা অনেকটা হতভম্ব হয়েছেন।